দৈনিক
ইত্তেফাক

20 OCT 2016

তাড়াশে প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকসহ ১২৯টি পদ খালি

■ চলনবিল (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা

তাড়াশ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৬জন প্রধান শিক্ষকসহ ১২৯টি পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও বিদ্যালয়ের অফিস কাজে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, সাবেক ও অধুনা জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ ৫৬টি খালি রয়েছে। তন্মধ্যে পুরাতন বিদ্যালয়ের ১২টি এবং নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ৫৬টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় অফিস কাজে একাধিক শিক্ষককে ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব স্কুলে লেখাপড়ার মান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সূত্রমতে, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকরাই প্রধান শিক্ষক।

তাঁরাই ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠ দান করে থাকেন। যার দরুন ছাত্র-ছাত্রীরা দক্ষ শিক্ষকের পাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রধান শিক্ষকের অফিস কাজ সম্পন্ন করতে একাধিক শিক্ষককে সময় দিতে হচ্ছে। এতে ক্লাসের পাঠদান কাজে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটছে বলে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করলে জানান। এদিকে অধুনা সরকারিকরণকৃত বিদ্যালয়সমূহে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এসব স্কুলের ৪৪টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। প্রধান শিক্ষক না থাকায় স্কুল পরিচালনাও ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়াও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৫৮টি। এসব কারণে তাড়াশ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করলে জানায়, মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে প্রধান শিক্ষকসহ ১২৯টি পদ শূন্য আছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই সমস্যা আর থাকবে না।